[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সকালে তিনি মহুরীদের ডেকে দলিল প্রতি আরও ১ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য নিদের্শ প্রদান করেছেন।

কয়েকজন মহুরী জানান, আমাদের লাইন্সি নবায়ন বাবদ হাসনা হেনা বকুল আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২৩শত টাকা নিয়েছে আজ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়নি।সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হেবা দলিলে ৫০০শত টাকার স্ট্যাম্প ও ফিস বাবদ ৭০০শত টাকা নেয়ার নিয়ম থাকলে ও অফিসে অতিরিক্ত ৭০০শত টাকার পরির্বতে ১২শত টাকা ও ফালিং বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য বাধ্য করেছে।এই টাকার কোন রশিদ দেওয়া হয়না।

জানা গেছে, গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল প্রতি ৫০০ টাকা সাব রেজিষ্টারসহ অফিসের কর্মচারীরা নিয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় দলিল লেখকসহ ভূক্তভোগীরা।

আরো জানা যায়, নাম্বার রিং দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এসব টাকা আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে অফিস সহকারী হাসনা হেনা বকুল, স্টাফ রতন, অফিসের পিয়ন মহিবুল ইসলাম, বশির আহমেদ। ওই টাকাগুলো সাব-রেজিষ্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে থাকেন বলে জানা গেছে।

গাংনী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি ৭%, অকৃষি জমি ৮%, পৌর সভার মধ্যে ২%, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার, নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ থাকলেও দলিল লেখক সমিতি নানা কারণ দেখিয়ে অলিখিত সিন্ডিকেট তৈরী করে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছেন।

ভবানিপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমার জামায়ের জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৫০০টাকা অতিরিক্ত নিয়েছে মহুরী। অফিস স্টাফ বশির আহমেদ মসজিদ উন্নয়নের নামে ৫০টাকা নিয়েই তবে টিপসই নিয়ে থাকেন।

সমপ্রতি ধর্মচাকী গ্রামের রবিউল ইসলাম জানান,আমার স্ত্রীকে তার মায়ের জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করার সময় মহুরী আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত অফিস খরচ বাবদ ১হাজার টাকা বেশি নিয়েছে মোট ৬

হাজার টাকা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের বেক্রা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমার জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে আমার ভাইকে দিতে গেলে মহুরী আমার কাছ থেকে ৩হাজার ৫০০টাকা গ্রহন করেন।জানতে চাইল তিনি বলেন,অফিসের খরচ ২হাজার ৫০০টাকা দিতে হয়।আমারা লেখা খরচ থাকে মাত্র ১হাজার টাকা। এক প্রশ্নেনের জাবাবে মহুরী বলেন,আমারা চাকুরী করি সাব রেজিষ্ট্রারের অনুকুলে তাদের টাকা না দিলে লাইন্সি বাতিল করে দেওয়ার ভয়দেখান।

কুঞ্জনগর গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৪০০ টাকা ও ঘোষণাপত্র বাবদ ৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। একই সাথে নকল সরবরাহের জন্য মহুরী এক হাজার টাকা নেন। এ টাকার কোন রশিদ দেননি তিনি। একই কথা জানালেন হোগলবাড়িয়া গ্রামের শামীম।

এব্যাপারে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন পিন্টু জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দলিল লেখকদের কাছ থেকে অফিস খরচ বাবাদ সাব রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা করে গ্রহণ করেন। এই টাকার কোন রশিদ আমাদেরকে দেওয়া হয়না। হেবা দলিলে ৫০০টাকা নিয়ে থাকেন। এই টাকারও কোন রশিদ দেওয়া হয়না। আমরা এর বাইরে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করিনা।মুজিববর্ষ পালনে স্যারের ফকেটের টাকা খরচ হওয়ায় স্যার আবারও দলিল প্রতি ১টাকা আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, আমরা অফিসের বাইরে কোন টাকা আদায় করিনা। অফিস খরচ বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। হেবা দলিল প্রতি ৫০০টাকা অফিস নিয়ে থাকে।এ টাকার সরকারী কোন রশিদ আমাদেরকে দেয় না। তিনি বলেন, টাকা নেয় অফিস, আর নাম হয় দলিল লেখকদের। আমাদের নিকট থেকে টাকা না নিলে আমারা ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে আরো কম টাকা নিতে পারতাম।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, আমি যত দিন আছি কোন অনিয়ম হবে না। সরকারি রশিদ ছাড়া কোন টাকা নেওয়া হয়না। মহুরীরা আমার নাম ব্যাবহার করলে আমার কিছু করার নেই। তবে আমি আসার পার দেখি এখানে ভুয়া সাংবাদিক ও কিছু নেতা,গাঁজা খোর অফিসে মাসুয়ারা নিতো আমি আসার পর সেটি বন্ধ করে দিয়েছি।আমি আগে এটিএন বাংলা টিভি তে সাংবাদিকগতা করতাম

মুন্নিশাহার সাথে আমার পরিচয় আছে।

আপনারা কে আমার কথা রেকর্ড করার কী ভাবে সংবাদ নিতে হয় আমার কাছ থেকে জেনে যাবেন।আমার নামে কোন নিউজ হলে আপনারদের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকায় আমি নিউজ করবো।আমার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়।আমার বাবা আওয়ামীলীগের লেডার।আমি বাহিরাগতদের এখানে প্রবেশ করতে দেবনা।তিনি আরও বলেন আমার অফিসে অনিয়ম হলে সাংবাদিকদের কী তারা আমার অফিসের তদন্ত করার কে আমার অফিসের ব্যাপার অমি বুঝবো।

মুজিবনগর লক ডাউন, কোন ভাবেই মানছে না সামাজিক দূরূত্ব

করোনা ভাইরাস মোকাবেলাই জনগনণর সমাগম ঠেকাতে মুজিবনগরের সকল দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ভাবেই কি মানছে না সামাজিক দূরূত্ব?

বিকাল হলেই বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে লোক সমাগম করতে। করোনা ভাইরাস নামের এই মরণঘাতির টেনশন থাকছেই না কারো মাথায়। যে যার ইচ্ছেমত চলাফেরা করছে। কোন কোন স্থানে জনগণ একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন থেকে জনসমাগম ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযান চালানো হচ্ছে। তবুও কিন্তু কোন ভাবেই কমছে না জনগনণর মেলামেশা।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে জনগস দিদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন যায় গায় মাছায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

যেখানে চায়ের দোকানে লোকসমাগম ঠেকাতে চায়ের দোকান গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বন্ধ চায়ের দোকানেই জনগণ বসে শুরু করছে মনের সুখে গল্প।

করোনা ভাইরাস কি, জানেই না গ্রামের মানুষ

সারা বিশ্ব যখন আতঙ্কিত, হাজার হাজার লাশের মিছিল। সারা বাংলাদেশ যখন অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছুই জানেনা বলে দাবি করেছেন মেহেরপুরের বেশ কয়েকটা গ্রামের মানুষ। শহর এলাকার লোকজন কিছুটা সচেতন হলেও অনেকটা উদাসিন গ্রামের মানুষ।

গত ২৪ মার্চ সন্ধা ৭টা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাতীত সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়। সেই সাথে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লক ডাউন নিশ্চিত করতে কয়েক দফা অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সাথে যোগ হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও সেনা বাহিনী।

এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে করোনা মোকাবেলার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারপরও গ্রামের মানুষজন এ বিষয়ে এখনো সঠিকভাবে অবগত নয়। বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করতে। কোন রকম নিয়ম না মেনেই যেখানে সেখানে বসাচ্ছে আড্ডা।
বিকালে ও সন্ধায় গ্রামের চায়ের দোকান গুলোতে দেখা মিলছে লোকের সমাগম।

ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ঘরে থাকার কথা বলা হলেও মানছে না অনেকেই।
বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, আমরা দিন আনি দিন খায়। আমরা ঘরে বসে থাকলে পরিবারের লোকজন না খেয়ে থাকবে। সেজন্য এই আতঙ্কের মধ্যেও আমাদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাইনউদ্দিন বলেন, আমরা গ্রামের মানুষদের ঘরে থাকার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। লোক সমাগম রোধে আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, করোনা ভাইরাস যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানপাট ছাড়া সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, সঠিক

মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য টিসিবি’র মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগে তবে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সরকারি ভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেওয়া হবে।

মেপ্র/এমএফআর

দেশে করোনাভাইরাসে নতুন আক্রান্ত ৫

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান(আইইডিসিআর)।

বৃহস্পতিবার বিকালে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, নতুন আক্রান্তদের সবাই পুরুষ। এ নিয়ে সর্বমোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪ জনে।

এছাড়া সর্বমোট ১১ জন রোগী সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন বলেও জানিয়েছেন এই অধ্যাপক। তিনি বলেন, নতুন পাঁচজনের একজন বিদেশ থেকে আসা। আর তিনজন আগেই চিহ্নিত রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। একজনের আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা যাবে না।

ভারতের দিল্লিতে করোনা ভাইরাসে ডাক্তার আক্রান্ত, ৮০০ জন কোয়ারেন্টিনে

কমিউনিটি ক্লিনিকের ডাক্তারের শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর পরীক্ষা করা হয়। এতে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ফলে তার সংস্পর্শে যাওয়া আটশ জনকে হোম-কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের দিল্লিতে।

জানা গেছে, গত ১২ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত যারা ওই ডাক্তারের সংস্পর্শে গেছেন, তাদের সবাইকে আজ থেকে ১৫ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা বলা হয়েছে। ওই ডাক্তারের সংস্পর্শে যাওয়া কারো মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে স্থানীয় সরকারকে জানাতে বলেছেন শাহদারা এলাকার সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট।

দিল্লির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এরই মধ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসক গোপাল ঝা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়ে জীবাণুনাশক ছেঁটানো হয়েছে। ওই হাসপাতালে ১২ মার্চ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে যাওয়া কেউ আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা থাকলে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ অনলাইন

মুজিবনগরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাধীনতা দিবস পালন

মুজিবনগরে স্বল্প জনসমাগমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এ উপলক্ষে মুজিবনগর

সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী,মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পমাল অর্পন শেষে পতাকা উত্তলোন করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করে দোয়া করা হয়।

এর আগে ৩১ বার তপধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি চুয়াডাঙ্গায় সীমিত আকারে পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুর রহমান লিটু এর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা চত্বরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সুচনা করা হয়।

অপরদিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ম্যুরালের সামনে সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

লকডাউনে চুয়াডাঙ্গা শহর

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গণপরিবহন ও বেশিরভাগ ব্যবসাকেন্দ্র বন্ধ থাকায় অঘোষিত লকডাউনে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গা শহর।

সকাল থেকে জেলা থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোন রুটে বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। ছোটখাট যান চলাচলও ছিলো সীমিত আকারে। মাঝে মাঝে পণ্যবাহী ও জরুরী কাজে নিয়োজিত কিছু পরিবহন চলাচল করতে দেখা দেখে। শহরের সবকটি বাস কাউন্টার ও বাস টার্মিণাল ছিলো প্রাণহীন। রাস্তাঘাট ছিলো অনেকটা জনমানবহীন।

এদিকে, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলার সবগুলো বাজারেই ওষুধ ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দোকান ছাড়া সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

এসব কারণে চুয়াডাঙ্গা শহর জনমানবশূণ্য হয়ে পড়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে ছিলো।

২ জনকে গুলি করে হত্যা,লকডাউন অমান্য

করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমাতে দেশব্যাপী ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে বাড়ির বাইরে আসায় রুয়ান্ডায় দুই যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে জানানো হয়, রুয়ান্ডা ন্যাশনাল পুলিশের মুখপাত্র জন বস্কো ক্যাবেরা বলেন, নিহত দুই যুবক পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এরপর গুলি করা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে রুয়ান্ডার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর উপসাহারা অঞ্চলের দেশের মধ্যে এখানেই প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সপ্তাহব্যাপী লকডাউন শুরু হয় গত রোববার থেকে। শুধু জরুরি পরিষেবাগুলো এ সময় চালু আছে।

Lifebuoy Soap
রুয়ান্ডা থেকে পেরু, জর্ডান থেকে ইতালি—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউনের বিষয় নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে।

অনলাইন ডেস্ক প্রথম আলো